



নেস্ট বিসিএস লিখিত
রিটেন ইনসাইট
আন্তর্জাতিক কনসেপচুয়াল
৪৭তম বিসিএস



রচনা ও সম্পাদনা
সাফিউল আজম



আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (International Affairs)

কনসেপচুয়াল ইস্যুজ (Conceptual Issues)

□ গ্লোকাল বলতে কি বুঝায়? [৪৬তম বিসিএস লিখিত]

গ্লোকাল শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। Glocal = (G- Global - বৈশ্বিক) + Local (স্থানীয়) দুটি যুক্ত হয়েছে তৈরি হয়েছে।

গ্লোকাল বা গ্লোকলাইজেশন ধারণাটি “ডোচাকুকা” (dochakuka) নামে জাপানি ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত — যেখানে বৈশ্বিক কৃষি পদ্ধতিগুলো স্থানীয় পরিবেশ ও শর্ত অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়া হতো। তবে, এই ধারণাটি প্রথম বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করা হয় ১৯৯০ সালে জার্মানিতে Global Change Exhibition এ। সমাজবিজ্ঞানী Roland Robertson ১৯৯০-এর দশকে “Glocalization” শব্দটি জনপ্রিয় করেন।

সহজভাবে বললে, কোনো বিষয় বা পণ্য যখন বিশ্বের নিয়মে তৈরি হয়, কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতি, রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়া হয়, তখন সেটাকে গ্লোকাল বলা হয়।

এই ধারণার মূল ভিত্তি হচ্ছে, “Think Globally and Act Locally”। অর্থাৎ, আপনি বৈশ্বিকভাবে চিন্তা করবেন কিন্তু সেটা প্রয়োগ করবেন স্থানীয়ভাবে।

মনে করুন, আপনি আপনি পণ্য তৈরি করবেন। বৈশ্বিক বাজারে তার চাহিদা কেমন হতে পারে, মানুষের কাছে কীভাবে সেটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে এসব চিন্তা করলেন কিন্তু যেখানে সেই পণ্য বিক্রি করবেন তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পণ্যটি তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন। ধরুন, অনলাইনে আপনি Fashion world নামে একটি পোশাকের প্লাটফর্ম খুললেন। এখন আপনি বিশ্বের বিভিন্ন পোশাকের ডিজাইন দেখে পোশাক বানালেন। বিশ্বে সেগুলোর চাহিদা কেমন সেসব হিসাব করলেন। এখন আপনি যদি এই পোশাক বাংলাদেশের লোকাল মার্কেটে বিক্রি করতে চান তাহলে বাংলাদেশে শীতকালে মানুষ কেমন রঙ, কেমন কাপড়ের পোশাক পরে, আবার গ্রীষ্মকালে কেমন পরে এসব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রঙ, কাপড় পরিবর্তন করে বাংলাদেশের বাজারে ছাড়লেন।

আবার, একই পোশাক যদি আপনি আইসল্যান্ডের মার্কেটে বিক্রি করতে চান তাহলে আইসল্যান্ডের মানুষ কেমন পোশাক পছন্দ করে, সেখানে সবসময় ঠান্ডা থাকে এসব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সব পরিবর্তন করে মার্কেটে বিক্রি করলেন। তাহলে, দেখা যাচ্ছে, পোশাকের ধারণা বৈশ্বিক হলেও অঞ্চল ভেদে তার প্রয়োগ ভিন্ন। এই ধারণাই হচ্ছে গ্লোকাল বা গ্লোকলাইজেশন।

গ্লোকালের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো— বিশ্বের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও মান বজায় রেখে স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। অর্থাৎ, যাতে কোনো পণ্য, সেবা বা ধারণা একদিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়, আবার অন্যদিকে স্থানীয় সংস্কৃতি, রুচি ও প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়।

গ্লোকালের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Glocal)

১. দ্বিমুখী দৃষ্টি: বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্থানীয় বাস্তবতা একসাথে বিবেচনা করা হয়।
২. স্থানীয় অভিযোজন: স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও অভ্যাস অনুযায়ী পরিবর্তন আনা হয়।
৩. নমনীয়তা: পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ধারণা সহজে মানিয়ে নেওয়া যায়।
৪. সাংস্কৃতিক সম্মান: বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা হয়।
৫. ব্যবসায়িক সাফল্য: স্থানীয় চাহিদা বোঝার ফলে গ্রাহকসংখ্যা বাড়ে ও ব্যবসা টিকে থাকে।

বাস্তব প্রয়োগ

১. ম্যাকডোনাল্ডস সারা বিশ্বে আছে, কিন্তু ভারতে তারা গরুর মাংসের বদলে “আলু টিকি বার্গার” দেয় — কারণ স্থানীয় লোকেরা গরুর মাংস খায় না। এই মানিয়ে নেওয়াটাই একইসাথে গ্লোবাল ও লোকালের সমন্বয়ে গ্লোকাল চিন্তা।

২. Daraz Bangladesh (দারাজ বাংলাদেশ)

বৈশ্বিক অংশ (Global): দারাজ হলো চীনের Alibaba Group-এর মালিকানাধীন একটি আন্তর্জাতিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। অর্থাৎ, এর ব্যবসা মডেল, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিশ্বমানের।

স্থানীয় অভিযোজন (Local): বাংলাদেশে দারাজ তার কার্যক্রম পুরোপুরি স্থানীয়ভাবে মানিয়ে নিয়েছে-

- ⇒ বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইট ও অ্যাপ।
- ⇒ স্থানীয় পেমেণ্ট পদ্ধতি (বিকাশ, নগদ)।
- ⇒ স্থানীয় বিক্রেতা ও ডেলিভারি ব্যবস্থা।
- ⇒ বাংলাদেশি উৎসব (যেমন ঈদ, পহেলা বৈশাখ) অনুযায়ী অফার ও প্রচারণা।

অর্থাৎ, দারাজ বিশ্বমানের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম,

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা, ভাষা ও ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে কাজ করছে।

তাই এটি “Think Globally and Act Locally” নীতির এক নিখুঁত উদাহরণ — অর্থাৎ, যাকে বলে গ্লোকাল বা গ্লোকলাইজেশন।

[তথ্যসূত্রঃ The Glocal and Global Studies by Victor Roudometof; glocalization time-space and homogeneity-heterogeneity, Roland Robertson; Encyclopedia of Britannica]

□ **র‍্যামিফিকেশন তত্ত্ব ও স্পিল ওভার ক্রিয়া যা ইউরোপের একাঙ্গীকরণের পিছনে ছিল তা বলতে কী বোঝায়?** [৪৬তম বিসিএস লিখিত]

র‍্যামিফিকেশন তত্ত্ব

র‍্যামিফিকেশন তত্ত্ব অনুসারে, ইউরোপের কোনো একটি ক্ষেত্রে (যেমন: কয়লা ও ইস্পাত) শুরু হওয়া একীভবন প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে বা ‘শাখা-প্রশাখা’ তৈরি করে। এটি Domino Effect-এর মতো কাজ করে। David Mitrany এই তত্ত্বের প্রবর্তক। এটি Functionalism তত্ত্বের একটি অংশ।

সহজ ভাষায়, “একটি খাতে রাষ্ট্রগুলো যদি সহযোগিতা শুরু করে, তবে সেই সহযোগিতা ধীরে ধীরে অন্য খাতেও ছড়িয়ে পড়ে।”

উদাহরণ

- ⇒ ইসিএসসি (ECSC): ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি-এর মূল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে কয়লা ও ইস্পাত শিল্পকে একত্রিত করে যুদ্ধের ঝুঁকি কমানো।
- ⇒ কিন্তু শুধুমাত্র এই দুটি খাতে সীমাবদ্ধ না থেকে এটি পরবর্তীতে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, পরিবহন ও অন্যান্য খাতে বিস্তার ঘটিয়ে একীভবনের পথ প্রশস্ত করে।
- ⇒ এর ফলশ্রুতিতেই ১৯৫৭ সালে ইইসি (EEC) ও ইউরোটম (Euratom) গঠিত হয়।

কার্যকারিতা

- ✍ একটি খাতের সফল একীভবন অন্যান্য খাতের জন্য Role Model হিসেবে কাজ করে।
- ✍ প্রতিষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (Institutions) নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতার মঞ্চ হিসেবে কাজ করে।

স্পিলওভার ক্রিয়া

স্পিলওভার ক্রিয়া বলতে বুঝায়, “এক খাত বা ক্ষেত্রের (functional area) সহযোগিতা ধীরে ধীরে অন্য খাতেও ছড়িয়ে পড়ে, এবং অবশেষে রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক একীকরণের দিকে এগিয়ে যায়।”

সহজ ভাষায়, শুরু হয় অর্থনৈতিক বা functional সহযোগিতা দিয়ে, পরে তা রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক একীকরণের দিকে বিস্তার লাভ করে। ১৯৫৮ সালে Ernst Haas এই তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। এটি Neo-Functionalism তত্ত্বের একটি অংশ।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইস্পাত শিল্পের মাধ্যমে সহযোগিতার শুরু হলে সেটা এক সময় একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে চলে যায়। অর্থাৎ, পানি এক গ্লাস থেকে উপচে পড়ে আরেক গ্লাসে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াই হলো স্পিলওভার।

স্পিলওভার ক্রিয়ার ধরন

Functional Spillover

অর্থনৈতিক বা কার্যকর সহযোগিতা যখন একই ধরনের খাতে বিস্তার ঘটে (যেমন- বাণিজ্যিক, পরিবহন) তাকে ফাংশনাল স্পিলওভার বলে। এই ধরনের স্পিলওভার সাধারণত সেই ধরনের খাতেই বিস্তার লাভ করে যাদের ফাংশন প্রায় একই রকম।
উদাহরণ: ১৯৫১ সালে ECSC প্রতিষ্ঠার পর সহযোগিতা শুধু অর্থনৈতিক খাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে বাণিজ্যিক ও পরিবহন খাতেও পরবর্তীতে বিস্তার ঘটে।

Political Spillover

অর্থনৈতিক সহযোগিতা যখন রাজনৈতিক খাতের দিকে বিস্তার ঘটে তখন সেই স্পিলওভারকে রাজনৈতিক স্পিলওভার বলে।
যেমন: ইউরোপীয় কমিশন থেকে ম্যাসট্রিট চুক্তিতে অগ্রসর হওয়া। যাতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা থেকে বৃহত্তর পরিসরে রাজনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে একীভূতকরণ করা যায়।

Institutional Spillover

অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সহযোগিতা যখন প্রতিষ্ঠানিক সহযোগিতার দিকে বিস্তার ঘটে সেই স্পিলওভারকে প্রাতিষ্ঠানিক স্পিলওভার বলে। যেমন: EEC থেকে ম্যাসট্রিট চুক্তি, ম্যাসট্রিট চুক্তি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা।

Cultivated/Induced Spillover

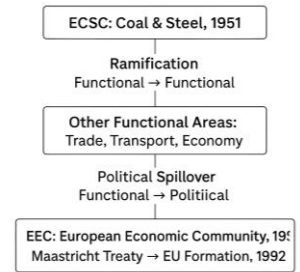
রাজনৈতিক বা সামাজিক চাপ, চাহিদার কারণে যখন সহযোগিতা ছড়িয়ে পড়ে সেই স্পিলওভারকে বলে Cultivated/Induced Spillover।

যেমন: জনগণের বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর চাপে সহযোগিতার জন্য একটি কমন নীতি তৈরি করা, যাতে তা সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করে ও সহযোগিতার বিস্তার ঘটে।

র‍্যামিফিকেশন ও স্পিলওভার ক্রিয়ার মিথস্ক্রিয়া

১৯৫১ সালে ECSC (European Coal and Steel Community) প্রতিষ্ঠার পর কয়লা ও ইস্পাত শিল্প দিয়ে সহযোগিতা শুরু করে পরবর্তীতে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও পরিবহন খাতে সহযোগিতার বিস্তার ঘটিয়ে ১৯৫৭ সালে EEC এবং ইরাটম প্রতিষ্ঠা হচ্ছে র‍্যামিফিকেশন তত্ত্বের প্রয়োগ। যার মাধ্যমে শাখা প্রশাখার মত সব বিস্তার লাভ করে।

১৯৫৭ সাথে EEC এবং ইরাটম প্রতিষ্ঠার পর তা আবার বিস্তার ঘটে একীভবনের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে স্পিলওভার ক্রিয়া। যার মাধ্যমে সীমানা পেরিয়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রাতিষ্ঠানিক বা রাজনৈতিক খাতে বিস্তার লাভ করে।



র‍্যামিফিকেশন ও স্পিলওভার ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য

মনে করুন, একটি প্রধান শিল্পোন্নত দেশে একটি বড় ব্যাংকিং সংকট হলো:

স্পিলওভার: এই সংকটটি দ্রুত আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে ছড়িয়ে পড়ল (যেমন: ওই দেশের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া পার্শ্ববর্তী দেশের ব্যাঙ্কগুলোও সংকটে পড়ল, অথবা পুঁজির প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল)। এটি হলো আর্থিক স্পিলওভার।

র‍্যামিফিকেশন: এই সংকটের ফলস্বরূপ, বহু বছর ধরে বৈশ্বিক বাণিজ্য হ্রাস পেল, সরকারগুলো নতুন কঠোর আর্থিক আইন তৈরি করল, ওই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তিত হলো এবং সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বা চুক্তিগুলোর ওপর মানুষের আস্থা কমে গেল। এগুলো হলো ওই সংকটের দূরবর্তী ও বহুমাত্রিক র‍্যামিফিকেশন।

সুতরাং, স্পিলওভার হলো রোগের সংক্রমণ, আর র‍্যামিফিকেশন হলো সেই সংক্রমণের ফলে দীর্ঘমেয়াদে শরীরের যে অন্যান্য ক্ষতিগুলো হলো তার পুরো তালিকা। অর্থাৎ, Functional বিস্তার হলো র‍্যামিফিকেশন আর Functional থেকে রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার হলো স্পিলওভার ক্রিয়া।

□ গ্লোবাল গভর্নেন্স (Global Governance) বলতে কী বোঝায়? জাতিসংঘের সাথে এর সম্পর্ক কী?

Global Governance (বিশ্ব শাসনব্যবস্থা) বলতে বোঝায় এমন এক আন্তর্জাতিক কাঠামো বা প্রক্রিয়া, যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজ একসাথে কাজ করে বৈশ্বিক সমস্যা সমাধান করে। এটি কোনো একক সরকারের অধীনে নয়, বরং সহযোগিতা, নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

উদাহরণ: জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য, মানবাধিকার, সন্ত্রাসবাদ, রোগব্যাদি ইত্যাদি সমস্যা কোনো একক রাষ্ট্র সমাধান করতে পারে না, এজন্য বৈশ্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন, যা Global Governance-এর অংশ।

Global Governance এর বৈশিষ্ট্য

- ⇒ একটি সরকার নয়, বরং সমন্বিত পরিচালনা ব্যবস্থা থাকে।
- ⇒ রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা ও সমঝোতার পথ প্রশস্ত করে।
- ⇒ নীতিনির্ধারণ, আইন, চুক্তি, মানদণ্ড এবং প্রতিষ্ঠান তৈরি করে।
- ⇒ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেও বিশ্বস্বার্থে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

জাতিসংঘের (UN) সাথে এর সম্পর্ক

জাতিসংঘ হলো Global Governance-এর মূল প্রতিষ্ঠান। এটি বিশ্বব্যাপী নীতি সমন্বয়, শান্তি রক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য কাঠামো প্রদান করে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, যেমন—

▪ UNDP (উন্নয়ন),	▪ UNEP (পরিবেশ),	▪ WHO (স্বাস্থ্য),	▪ UNESCO (শিক্ষা ও সংস্কৃতি),
-------------------	------------------	--------------------	-------------------------------

এগুলো একসাথে Global Governance-এর নেটওয়ার্ক গঠন করে।

□ দারিদ্র্য বিমোচনে IMF ও World Bank এর নীতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরুন।

IMF মূলত মাক্রো-অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও বৈদেশিক হিসাব সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জে সাহায্য করে (সংকট মোকাবিলা, ঋণশর্ত, বিনিময় বাজার স্থিরকরণ), আর World Bank দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও দরিদ্রতা হ্রাসে সরাসরি বিনিয়োগ, প্রজেক্ট-সাপোর্ট ও নীতি-ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে— ফলে তাদের নীতি, ঋণশর্ত, দৃষ্টিকোণ ও কার্যকারিতা একে-অপরের থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। যেমন—

১. **উদ্দেশ্যগত পার্থক্য** — IMF মূলত মাক্রো-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বৈদেশিক ভারসাম্য রক্ষা করতে কাজ করে; World Bank সরাসরি দারিদ্র্য হ্রাস ও উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে।
২. **কর্মপদ্ধতি (ইনস্ট্রুমেন্ট)** — IMF প্রোগ্রাম/স্ট্যান্ডবাই লোন ও নীতি-পরামর্শ দেয়; World Bank প্রকল্প-অর্থায়ন, বাজেট সমর্থন এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়।
৩. **নীতিগত ফোকাস** — IMF-এর ফোকাস মুদ্রানীতি, বাজেট ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনঃগঠন করা; World Bank-এর ফোকাস স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
৪. **শর্ত (conditionality)** — IMF শর্তগুলো সাধারণত মাক্রো-ফিসক্যাল রিফর্মে থাকে; World Bank-এর শর্তগুলো প্রকল্প বা নীতিনির্ভর এবং কার্যকরী মাইলস্টোনের দিকে বেশি থাকে।
৫. **ঋণের শর্ত ও মেয়াদ** — IMF ঋণ তুলনামূলকভাবে স্বল্প-মধ্যম-মেয়াদী; World Bank (বিশেষ করে IDA) দীর্ঘ-মেয়াদি, সাশ্রয়ী শর্তের সহায়তা দেয়।
৬. **দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা** — IMF পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করে; World Bank সরাসরি দরিদ্রদের জীবনে প্রভাব ফেলা প্রকল্প ও প্রোগ্রামে কাজ করে।
৭. **সমালোচনা ও ব্লক** — IMF-এর কঠোর শর্ত কখনো সামাজিক ব্যয় কাঁটা আকারে দরিদ্রদের ক্ষতি করতে পারে; World Bank প্রকল্প ব্যর্থ হলে বড় লোকসান ও স্থানীয় স্বত্ব সমস্যা হতে পারে।
৮. **পরিপূরকতা ও সুপারিশ** — দুটি প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিপূরক: IMF মাক্রো-স্থিতি এনে দিলে World Bank-এর বিনিয়োগ বেশি ফলপ্রসূ হয়।

সুতরাং, IMF এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসা, যা দেশের দারিদ্র্য হ্রাসে পরোক্ষ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, World Bank বড় বড় প্রকল্পে ঋণ সুবিধা, বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাত উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে সরাসরি ভূমিকা রাখে।